সঙ্গীত — মানব জীবনে তার প্রভাব এবং অবদান

পুলক রঞ্জন সেনশর্মা

তমসাচ্ছন্ন রাত্রির অবসানে নবারুণের নবলোকে উদ্ভাসিত হয় সমগ্র বিশ্ব। বিশ্বপ্রকৃতির বুকে নেমে আসে পুলকোচ্ছল উচ্ছ্বাস। নবভাব রসে উদ্ভাসিত হয় মানব চিত্ত লোক। অরুণের সমুজ্জ্বল কিরণে, মৃদুময় সমীরণে, বিহঙ্গের কলকাকলি, ভ্রমরের মধুময় গুঞ্জন, স্রোতস্বিনীর কলকল নিনাদ, বৃক্ষপত্রের মৃদুমর্মর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয় সঙ্গীতের এক অপূর্ব মুর্চ্ছনা।

ভূবন আনন্দময়। সঙ্গীত আনন্দময়। সঙ্গীত সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। সঙ্গীত শুধুমাত্র এখানেই আবদ্ধ নয়। সঙ্গীতের মধ্যে ঘটেছে ত্রয়ী সমন্বয়। শক্তি, সৌন্দর্য এবং প্রেম।

সঙ্গীতে শক্তির পটভূমিকায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়।

একাধিক ব্যক্তির মুখে শোনা গিয়েছে একটি ঘটনার কথা। ঘটনাটি হচ্ছে, কোন এক ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত। এমন সময়ে অকস্মাৎ সঙ্গীতের অপূর্ব মুর্চ্ছনায় আকৃষ্ট অভিভূত হওয়ার ফলে, তার হাতের ধারালো অস্ত্রটি তার হাত থেকে পড়ে যায়।

আমরা ইতিহাসের পটভূমিকাতেও আলোকপাত করতে পারি।

বাদশাহ আকবরের রাজসভার উজ্জ্লতম রত্ন ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন। তানসেনের সঙ্গীতের অপূর্ব মুর্চ্ছ্নায় সৃষ্টি হত ঝড়। আবার তারপরেই নেমে আসত অবিশ্রান্ত বর্ষণধারা। আবার কোন সময়ে হত প্রজ্জ্বালিত অগ্নি।

আমাদের আলোচটনার মূল বিষয়,

“সঙ্গীত — মানবজীবনে তার প্রভাব এবং অবদান।”

এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে, আমাদের শুরু করতে হবে, সঙ্গীতের মূল উৎস থেকে।

সমগ্র বিশ্বে যত কিছু সৃষ্টি রয়েছে, তার মূল উৎসে রয়েছে স্রষ্টা।

এখন আমাদের দেখতে হবে, সঙ্গীতের স্রষ্টা কে?

আমাদের জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং সঙ্গীতেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর হস্তে বীনার তন্ত্রীর ঝংকারে সৃষ্টি হয়েছিল সঙ্গীত। যে সঙ্গীত দেবলোককে করেছিল রোমাঞ্চিত। মর্ত্য লোকে সংগ্রাম মুখর বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, বেদনাহত, শোকাহত, দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণায় মর্মাহত মানবজীবনে চলার

পথে এনে দিয়েছিল প্রকৃত আলোর সন্ধান, নব আশা, নব অনুপ্রেরণা, পুলকোচ্ছল উচ্ছ্বাস, রসানুভূতি ভাবানুভূতিতে করেছে চির আপ্লুত।

সমগ্র বিশ্বে যত কিছু সৃষ্টি রয়েছে, সব কিছু সৃষ্টির উৎসে রয়েছে কারণ।

প্রসঙ্গত পাশ্চাত্ত্য দেশের কোন একজন বিজ্ঞানীর মন্তব্য স্মরণীয়।

"Every thing must have a cause."

এখন আমাদের দেখতে হবে, সঙ্গীত সৃষ্টির উৎসে কি কারণ রয়েছে।

সঙ্গীত মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি, মানুষকে বাদ দিয়ে কখন সঙ্গীত সৃষ্টি হতে পারে না। বৈচিত্র্যময় জটিলতায় পূর্ণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল মানব জীবন।

প্রতিটি মানুষের জীবনে এমন কিছু কিছ কথা, ঘটনা, প্রশ্ন থাকে, যা কখন মুখে প্রকাশ করা যায় না। এইরূপ পরিস্থিতিতে, একমাত্র সঙ্গীতের অপূর্ব মুর্চ্ছনার মধ্য দিয়ে মনের দুয়ার সকলের জন্য খুলে দেওয়া যায়।

আমাদের মূল বিষয় আলোচনা করার পূর্বে শুধুমাত্র সঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং আবিশ্যিক।

যে কোন সৃষ্টি যেমন একজনের দ্বারা হতে পারে, অনুরূপভাবে একাধিক জনের মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েও হতে পারে।

যে কোন সঙ্গীত মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। সেই তিনজন হচ্ছেন - গীতিকার, সুরকার এবং সঙ্গীত শিল্পী। সঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনজনের ভুমিকা সমান এবং গুরুত্বপূর্ণ।

গীতিকার সৃষ্টি করবেন সঙ্গীত। সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে গীতিকার তাঁর মনের দুয়ার খুলে দেবেন সকলের জন্যে।

সুরকারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য অপূর্ব সুরের মূর্চ্ছনায় শ্রোতার মনকে চির আপ্লুত করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সঙ্গীতের সুর কিরবক হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, সঙ্গীতের সুর হবে সঙ্গীতের গঠন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

প্রসঙ্গত একটি কথা আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত, যত রকমের সঙ্গীত রয়েছে, তাদের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর সকলের উর্দ্ধে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সুরের সমন্বয় ঘটে। যে কোন সঙ্গীতের সুরের উৎস উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

এবার আমরা আসব অন্য একটি প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গটি হচ্ছে — আবেগ

আবেগের পটভূমিকায় বলা যায় —

দূরকে করিল নিকট বন্ধু,

পরকে করিল ভাই।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে অসংখ্য সুকুমার প্রবৃত্তি থাকে। তাদের মধ্যে অন্যতম সুকুমার প্রবৃত্তি। আবেগ থেকে সৃষ্টি হয় প্রেম, সহানুভূতি, অপরকে একান্তভাবে আপন করে নেবার ইচ্ছা, একাত্মতা বোধ, মমত্ববোধ প্রভৃতি দিকগুলো।

সঙ্গীতের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করার দায়িত্ব তিনজনের মিলিতভাবে। গীতিকার, সুরকার এবং সঙ্গীত শিল্পী। গীতিকার যখন কোন সঙ্গীত সৃষ্টি করবেন, তখন তাঁকে অবশ্যই ভাবতে হবে, তাঁর সঙ্গীত যেন আবেগপ্রবণ হয়। সুরকার যখন কোন সঙ্গীতের সুর দেবেন, তখন তাঁকে ভাবতে হবে, তাঁর দেওয়া সুর যেন আবেগময় অন্তরস্পর্শী হয়। সঙ্গীত শিল্পী যখন কোন সঙ্গীত গাইবেন, তখন তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে, তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যে যেন আবেগের স্পর্শ থাকে। যে আবেগের স্পর্শ শ্রোতাকে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবে।

সঙ্গীতের মধ্যে আর একটি বিশেষ দিক রয়েছে। সেই বিশেষ দিকটি হচ্ছে রোমান্টিকতা। সঙ্গীতের মধ্যে রোমান্টিকতা সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গীতিকারের। রোমান্টিকতা শ্রোতাকে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট করে। রোমান্টিকতার মধ্য দিয়ে মানুষ চলে যায় চির আনন্দময় লোকে।

এবার আমরা যাব, আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তুতে। আমাদের আলোচনার মূল বিষয় সঙ্গীত — মানবজীবনে তার প্রভাব এবং অবদান।

যে কোন বিষয় অথবা যে কোন দিক নিয়ে আলোচনা কৰতে গেলে, স্বাভাবিকভাবে অথবা আবশ্যিকৰূপে কোন মাধ্যমের সাহায্য অথবা আশ্রয় নেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পরে। এইরূপ পরিস্থিতিকে কোন অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যায় না।

আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি, সেই বিষয়টি তুলে ধরার জন্য, আমাকে কোন কোন পরিস্থিতিতে ছায়াছীবর সাহায্য অথবা আশ্রয় নিতে হবে।

সুখ-দুঃখ বিজড়িত, আনন্দ বেদনা মিশ্রিত, হাসি-কান্নায় ভরা, উত্থান-পতন সমন্বিত, আগমন-বিদায় সম্পর্কমুক্ত, বিরহ-মিলন সম্পর্কিত, জন্ম মৃত্যু অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সমগ্র মানব জীবন। এইরূপ সমগ্র মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি ঘটে ছায়াছবির মধ্য দিয়ে। এক কথায় বলতে গেলে, বলতে হয়, ছায়াছবি সমগ্র মাবন জীবনের প্রতিচ্ছবি।

অনুরূপভাবে, সঙ্গীত সমগ্র মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি। মানুষকে বাদ দিয়ে অথবা অস্বীকার করে, কখন সঙ্গীত সৃষ্টি হতে পারে না।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সঙ্গীত এবং ছায়াছবির মিলন কেন্দ্র শুধুমাত্র একটি স্থানে। সেই স্থানটি হচ্ছে, সমগ্র মানবজীবন।

এবার আমরা দেখব সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কিভাবে প্রতিফলন ঘটে।

'মরুতীর্থ হিংলাজ'' ছায়াছবিতে শ্রান্ত, ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত, অবসাদগ্রস্ত মরুতীর্থ যাত্রীর সকরুণ নিবেদন বিশ্বজননীর নিকট পরম শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত সাধক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে —

মা, কতদূর,
আর কতদূর,
বল মা।
পথের ক্লান্তি ভুলে,
স্নেহভরা কোলে তুলে,
মাগো, কবে শীতল হব।
কত দূর
আর কত দূর।
বল মা।

অনুরূপভাবে, ''মরুতীর্থ হিংলাজ'' ছায়াছবিতে আর একটি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে, বিশ্বজননীর নিকট মরুতীর্থ যাত্রীর অভিযোগ পাপ, অনাচার, অন্যায়, অপরাধ প্রভৃতির বিরুদ্ধে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে —

''মাগো, তোমার ভুবনে এত পাপ?
একি অভিশাপ?
এর নেই কোন প্রতিকার?
তোমার হাতে বজ্র কি নাই?
এই হিংসার কর অবসান।
একি হল!
একি হল!
পশু আজ মানুষের নাম।
সতী সাবিত্রীর দেশে
দাও দেখা তুমি এসে,
শেষ করে দাও যত অনাচার।

প্রেমময় জগৎ। সর্বশক্তিশালী প্রেম। এই প্রেমের কোন শেষ নেই। প্রেম সব কিছু পরিমাণের উর্দ্ধে। প্রাণবন্ত শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কণ্ঠে -

আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি,
আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি।
তবু মনে হয়,
এতো কিছু নয়।
আরও কি পারেনি হৃদয় ভালবাসতে।
আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি।

কোন এক ছায়াছবিতে, নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদের করুণ রাগিনীর মূর্চ্ছনা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে —

আজ দুজনার দুটি পথ,

দুই দিকে গেছে বেঁকে।

তোমার পথ আলোয় ভরা জানি,

আমার পথ আঁধারে গেছে যে ঢেকে।

আজ দুজনার দুটি পথ

দুই দিকে গেছে বেঁকে।

মানুষের সাথে মানুষের রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক। মানুষ কখন মানুষের সংস্পর্শ ছাড়া থাকতে পারে না। এককথায় বলতে গেলে, মানুষ মানুষের জন্য। এরই পটভূমিকায় প্রখ্যাত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠে -

মানুষ মানুষের জন্য
জীবন জীবনের জন্য।
একটু সহানুভূতি কি.
মানুষ পেতে পারে না।
বন্ধু! মানুষ মানুষের জন্য,
জীবন জীবনের জন্য।

প্রেমময় জগৎ। অপরিসীম অতুলনীয় শক্তির অধিকারী প্রেম। প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত দুর্নিবার আকর্ষনে, সিয়নে মিলিত হতে চায় প্রিয়জনের সাথে।

কোন রকম বাধা প্রতিকূল পরিস্থিতি সেই মিলনকে কোন অবস্থাতেই স্তব্ধ করতে পারে না। এরই পটভূমিকায় অখ্যাত শিল্পী মৃণাল চক্রবর্তীর কণ্ঠে —

নদী সেতো যাবেই জানি,
সাগরের পানে।
নদী, সেতো যাবেই জানি,
সাগরের পানে।

এটি প্রকৃতির নিয়ম এবং স্বাভাবিক। প্রতিটি মানুষ চায় সৃষ্টি করতে। কিন্তু সেই সৃষ্টির পথে, যদি কোন বাধা বিঘ্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন সেই সৃষ্টি চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যায়। স্রষ্টার মনে সৃষ্টি হয় অপরিসীম দুর্বির্ষহ বেদনা। এরই পটভূমিকায়, আবেগময় শিল্পী শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে —

গানে ভূবন ভরিয়ে দেবে,
ভেবেছিল একটি পাখী।
গানে ভূবন ভরিয়ে দেবে,
ভেবেছিল একটি পাখী।
হঠাৎ বুকে বিঁধল সেকি,
স্বপ্ন দেখা হল ফাঁকি।
গানে ভূবন ভরিয়ে দেবে,
ভেবেছিল একটি পাখী।

ভাই বোনের সম্পর্ক অতি সুগভীর অন্তরস্পর্শী। এরই পটভূমিকায়, প্রখ্যাত শিল্পী মান্নাদের অন্তরস্পর্শী অপূর্ব সুরের মুর্চ্ছনা —

এ আমার ছোট বোন,
এ আমার ছোট বোন।

সমাজে যারা চির অবহেলিত, উপেক্ষিত যাদের কথা কেউ কখন ভাবে না, যাদের ব্যথা-বেদনার কথা কেউ ভাবে না এবং জানে না, তাদের অন্তরের দুর্বিষহ বেদনা যন্ত্রণার প্রকাশ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে —

অসীম আকাশ,
তার নীচে ঘুমায় মানুষ।
ছোট ছোট মানুষের

ছোট ছোট কথা,
কে কার খোঁজ রাখে তার।
তুমি কি কভু শুনে রাত্রির কান্না?
বাতাসে মর্মরে বাজে।
তুমি শুনেছ কি?
ঘুমায় মানুষ,
নিশীত প্রহরী জাগে।

মানুষ যেটা চায়, যেটা তার পরম লক্ষ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ সেটা পায় না। এক অতৃপ্তির বাসনা অথবা কামনা তার মানসিক জগতকে চরমভাবে আঘাত দেয়। এরই পটভূমিকায়, নির্মলা মিত্রের কণ্ঠে করুণ সুরের মুর্চ্ছনা —

এমন একটি মানুষ খুঁজে পেলাম না,
যার মন আছে।
এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না,
যাতে মুক্তা আছে।

জীবনে প্রকৃত বন্ধু পাওয়া খুব কঠিন, দুর্লভ। বিপদের মধ্য দিয়েই প্রকৃত বন্ধুকে পাওয়া যায়। এরই পটভূমিকায়, কোন একজন প্রখ্যাতা মহিলা শিল্পীর কণ্ঠে

বন্ধু তুমি,
মোর আঁধার রাতে এলে।

মানুষ মরণশীল। এই পৃথিবীতে কেউ চিরদিন থাকবে না। প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিকভাবে চিরন্তন জাগতিক সত্যরূপে, প্রতিটি মানুষ চিরদিনের মত এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। মৃত প্রিয়জনের আকর্ষনে প্রিয়জন ছুটে যায় সমাধি ক্ষেত্রে। এরই পটভূমিকায়, শ্যামল মিত্রের করুণ সুরের মুর্চ্ছনা —

তোমার এ সমাধি,
ফুলে ফুলে ঢাকা।
কে বলে নাই?
তুমি আজ আছ,
মন বলে তাই।

সৃষ্টির অস্তিত্বের মধ্য দিয়েই স্রষ্ট্যার অস্তিত্বের প্রকাশ। কিন্তু কোন কারণে যদি সৃষ্টি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন মানুষ স্রষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়। এরই পটভূমিকায়, বাংলা আধুনিক সঙ্গীতের অগ্রদূত জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে —

এত সুর আর এত গান,
যদি কোন দিনে থেমে যায়,
তবে সেদিন তুমি আমায় ওগো,
জানি যে তুমি ভূলে যাবে আমায়।
এত সুর আর এত গান।

জ্যৈষ্ঠমাসে দিবাকরের সুপ্রখরতাপে যখন ধরিত্রীর বুক উত্তপ্ত, অসহ্য উত্তাপে প্রতিটি মানুষ যখন ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত, অবসাদগ্রস্ত তার পরেই অসীম নভমণ্ডল থেকে নেমে আসে বর্ষার সুশীতল বারিধারা। মানুষ ফিরে গায় নব শক্তি নব অনুপ্রেরণা।

অনুরূপভাবে, আমি মনে করি, চির সংগ্রাম মুখর অশ্রুসিক্ত নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ বেদনাহত শোকাহত মানবজীবনে একমাত্র সঙ্গীত পারে, প্রতিটি মানুষকে কিছু সময়ের জন্য মানসিক শান্তি এবং আনন্দ এনে দিতে।